সবচেয়ে বড়ো গুনাহ

শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?

গবেষণা সিরিজ-২৮

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1385-4

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯
পঞ্চম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে Common sense	২৪
৬	সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৭
৭	সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৮
৮	সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে কুরআন	৩৩
৯	সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৪
১০	সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৫৫
১১	সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের যে পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে	৬২
১২	সঠিক অর্থ বা তাফসীরগ্রন্থ বাছাই করা	৬৫
১৩	শিরকের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের শিরকের ব্যাপকতা	৭০
১৪	শেষ কথা	৭৪

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

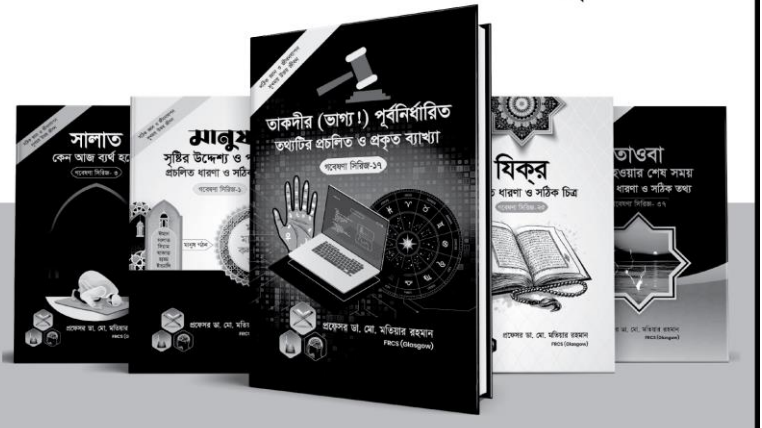

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সময়ের প্রায় সকল মুসলিম ধারণা করেন যে– সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো শিরক করা। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/বিবেক/Common sense অনুযায়ী কথাটি সঠিক নয়। আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে ও অতিসহজে জানা যায়– সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকার পরও মুসলিমরা কীভাবে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি হারিয়ে ফেললো তা সকল মুসলিমের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। ছোটো-খাটো কোনো ষড়যন্ত্রের কারণে এটি হয়নি তা সহজে বোঝা যায়। তথ্যটি হারিয়ে ফেলার কারণে কোন কোন কাজ শিরক তা অধিকাংশ মুসলিম জানে না। ফলে অধিকাংশ মুসলিম ঐ কাজগুলো করে শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত হচ্ছে। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর দলিলের আলোকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি তা বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায়, পুস্তিকাটি মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞানার্জনের দিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে বিশ্বদরবারে তাদের হারানো স্থান ফিরে পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

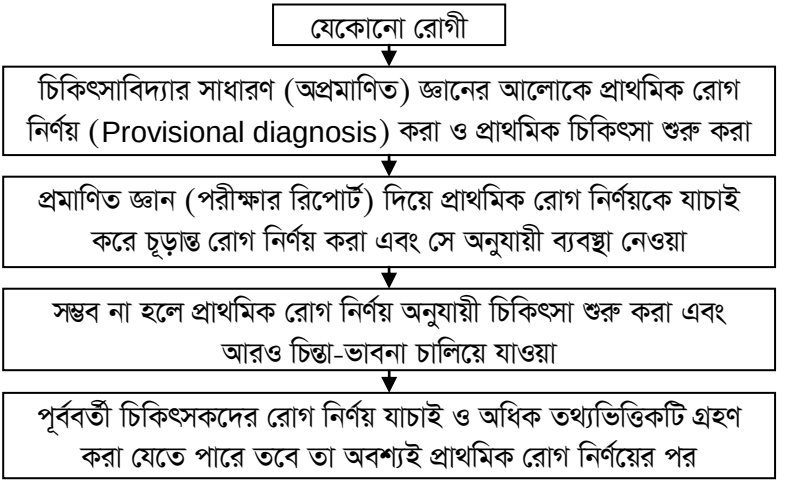

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

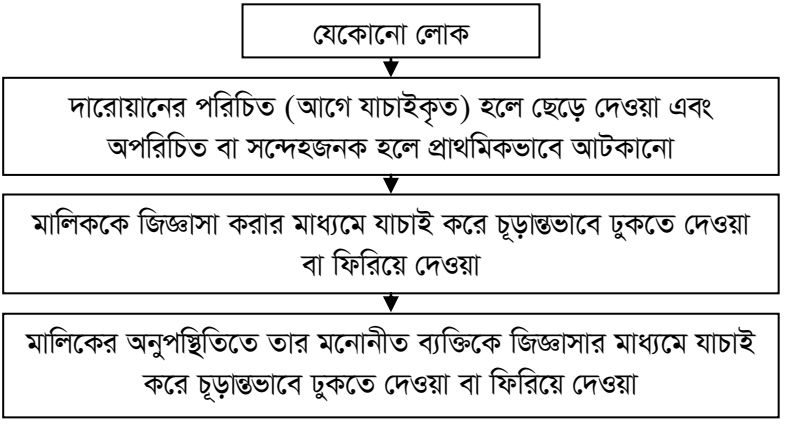

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

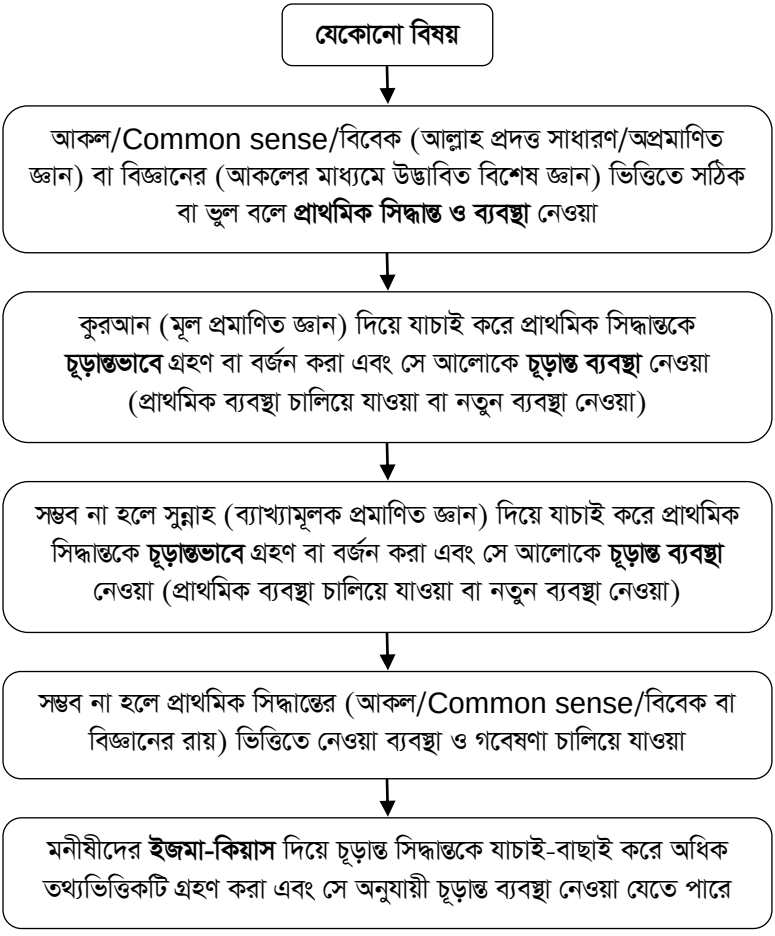

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

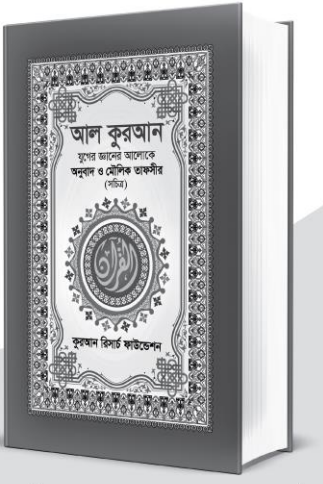

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

একজন প্রকৃত মুসলিমকে সকল গুনাহ (অপরাধ) থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে তাকে সর্বপ্রথম চেষ্টা করতে হবে সবচেয়ে বড়ো গুনাহটি থেকে মুক্ত থাকতে। আর সবচেয়ে বড়ো গুনাহটি থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে প্রথমে জানতে হবে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়– সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি? তবে তাদের প্রায় সকলে একবাক্যে উত্তর দেবেন 'শিরক করা'। অন্যদিকে যে সকল মুসলিম সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলো নিয়মিত বা অনিয়মিত পালন করেন তাদের অনেকে–

- কুরআন পড়তেই পারেন না
- যারা পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশের পড়া সঠিক হয় না
- যাদের পড়া সহীহ হয় তাদের অধিকাংশের কুরআনের তেমন জ্ঞান নেই।

এ থেকে বোঝা যায়– ঐ সকল মুসলিম মনে করেন যে, উল্লিখিত আমলগুলো না করার গুনাহ কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহের চেয়ে অনেক বেশি।

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, যেসব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, সেসব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে এ কথা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বোঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সাথে অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে– কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা। অতঃপর এ পর্যালোচনায় যে তথ্য বেরিয়ে আসবে তা জাতিকে জানানো। আর এর মাধ্যমে জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতের ভীষণ অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করে সফলতার দিকে ব্যাপকভাবে অগ্রসর করে দেওয়া।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে Common sense

আমরা এখন সবচেয়ে বড়ো গুনাহ সম্পর্কে সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense/আকল/বিবেকের রায় জানবো।

উদাহরণ-১

❑ **চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ**

চিকিৎসক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করেন। কোনো মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন চিকিৎসকের জন্য সবচেয়ে বড়ো অপরাধ (গুনাহ) কোনটি হবে?

১. টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
২. এপিন্ডিসাইটিস অপারেশনে ভুল করা
৩. হার্টের কোনো রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
৪. পিত্তপাথরের অপারেশনে ভুল করা
৫. অন্য যেকোনো একটি রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
৬. সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন না করে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করা।

পৃথিবীর Common sense জাগ্রত থাকা সকল মানুষ একবাক্যে উত্তর দেবেন ৬ নং বিষয়টি। অর্থাৎ সকলেই বলবেন– একজন চিকিৎসকের সবচেয়ে বড়ো অপরাধ (গুনাহ) হবে সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন না করে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করা। কারণ, যে চিকিৎসক সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করেছে চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু-একটি ভুল তার অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে চিকিৎসক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করেনি সে চিকিৎসা করতে গেলে অনেক ভুল করবে। ফলে তার সব রোগী মারা যাবে বা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাকেও রোগীর লোকেরা মেরে ফেলবে বা কঠিন শাস্তি দেবে।

মুসলিম হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন। এবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ওপরের উদাহরণের আলোকে নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ (অপরাধ) কোনটি হবে?

১. সালাত কায়েম না করা
২. সিয়াম পালন না করা
৩. ঘুষ খাওয়া
৪. জিহাদ না করা
৫. মানুষ হত্যা করা
৬. শিরক করা
৭. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞানার্জন না করে ইসলাম প্রাকটিস (পালন) করা
৮. অন্য যেকোনো একটি গুনাহের কাজ করা।

পৃথিবীর Common sense জাগ্রত থাকা সকল মুসলিম ও মানুষ একবাক্যে উত্তর দেবেন যে, একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ (অপরাধ) হবে ৭ নং বিষয়টি। কারণ, ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। তাই সরাসরি কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করা মুসলিমের ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু-একটি গুনাহ (ভুল) অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে মুসলিম কুরআনের জ্ঞানার্জন না করে ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করবে সে শিরকসহ অনেক গুনাহ করে যেতেই থাকবে। এর ফলে সে নিজে যেমন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি সমাজেরও ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই আলোচ্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর মাধ্যমে সহজে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরক করার চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ হবে। অর্থাৎ ইসলামে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

উদাহরণ-২

❑ আল কুরআনের বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ

আল কুরআনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ–

১. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ।
২. ইসলামের সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় কুরআনে আছে।
৩. শুধু একটি অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদ সালাত) কুরআনে আছে।
৪. হাদীস ও ফিক্‌হগ্রন্থের তুলনায় কলেবর (Volume) অনেক ছোটো।
৫. আল কুরআনের সরাসরি বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন বোঝা সহজ।

তাই কুরআন পড়ে ইসলামের জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টার প্রধান দুটি কল্যাণ হলো–

১. সহজে, কম সময়ে ও নির্ভুলভাবে ইসলামের সকল মৌলিক নিষিদ্ধ ও করণীয় বিষয় জানা যায়।

২. সহজে ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কারণ, কুরআনে যা নেই তা ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।

উল্লিখিত দুটি কল্যাণের দিক দিয়ে হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি গ্রন্থ পড়ার কল্যাণ কুরআন পড়ার কল্যাণের ধারে কাছেও নেই। তাই শয়তান সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে। দুঃখের বিষয় হলো– নানা ধরনের ধোঁকাবাজিমূলক কথা চালু করে শয়তান ইতোমধ্যে মুসলিম জাতিকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে।

শয়তান যে কাজ করতে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে সেটিই হবে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। তাই আল কুরআনের বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও Common sense-এর রায় হলো– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

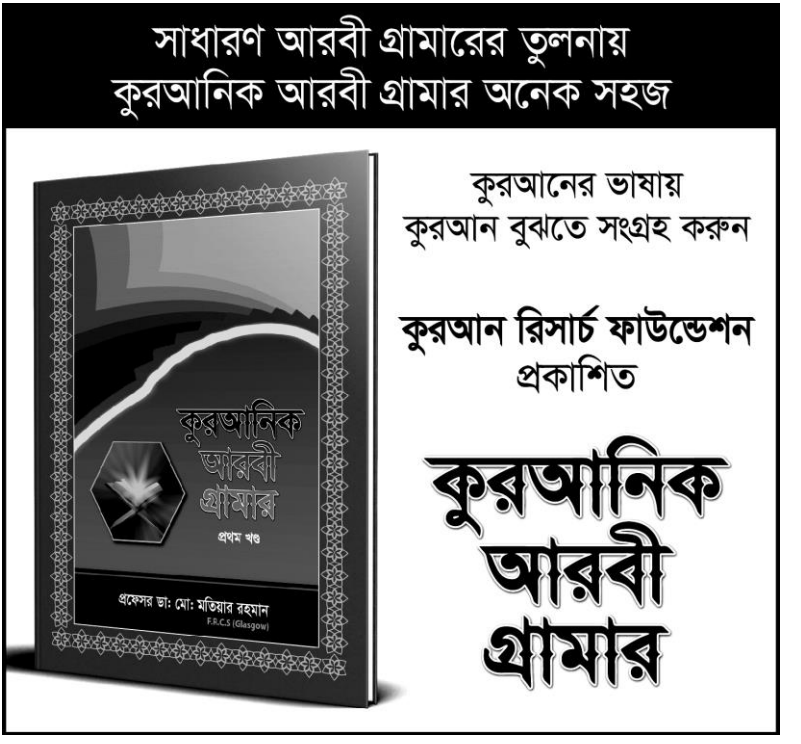

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী একটি বিষয়ে Common sense–এর রায় হলো বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এখন কুরআনের তথ্যের আলোকে যাচাই করে এ রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। কুরআনে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির পক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। আর কুরআনে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির বিপক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে বর্জন করে কুরআনের বক্তব্যটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআনে যদি আলোচ্যবিষয়ে কোনো বক্তব্য না পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নায়) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান থেকে বহুদূরে। এ কারণে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয়– What mind does not know eye will not see. এ তথ্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য তথ্য।

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক প্রতিদিন তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখেন।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকে আগে থেকে ধারণা না

থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। তাই এ আয়াত অনুযায়ী– একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কি? না তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো– Common sense নামক জ্ঞানের শক্তিটিতে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি/ভিত্তি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতা/বান্দার হক/মানবাধিকারের বিষয়গুলো। যেমন– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া অন্যায় ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا.

আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (পার্থক্য করার শক্তি/উৎস)।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কীভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ...

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মনের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন হতো। ... ... (সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মানুষ পৃথিবী ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় (উদাহরণ) দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া।
- Geographic channel দেখা।
- Discovery channel দেখা।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন। ... ... (সুরা আল আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো– কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন, দেশভ্রমণ, বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা। আয়াতটি থেকে জানা যায়, ওপরে উল্লিখিত উপায়ে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়।

তাহলে এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– ওপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে নিজ Common sense-কে যে যত উৎকর্ষিত করতে পারবে সে কুরআন (ও সুন্নাহ) তত ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে Common sense-এর তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আমাদের মাথায় আছে। তাই এখন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো গুনাহের সম্পর্কে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু-একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। এ জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা দরকার।

কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি

একটি বিষয়ে কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা না থাকলে ব্যক্তি বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন একজন সার্জারি চিকিৎসকের সার্জারির অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারির মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে।

কুরআন তাফসীর (ব্যাখ্যা) করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি (উসূল) আল কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান সময়ের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণামতে কুরআন তাফসীরের মূলনীতি নিম্নের ১০টি–

১. 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটি সামনে থাকা।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' বিষয়টি মনে রাখা।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয় উল্লেখ ও তাফসীর না করা।
৯. কয়েক বছর পরপর সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে বাকি ৯টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো–

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বোঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) এবং **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বই দুটিতে ।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে Common sense-এর তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় এবং কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে আল কুরআনে কী কী তথ্য আছে তা খোঁজা এবং সে তথ্য ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার চেষ্টা করা যাক।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে কুরআন

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে আল কুরআনে থাকা তথ্য জানার চেষ্টা করবো।

তথ্য-১

... ... وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

... ... আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১১৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশটির মাধ্যমে শিরক করা ব্যক্তির পথভ্রষ্টতার মাত্রা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে মাত্রা হলো বহুদূর। সবচেয়ে দূর নয়। তাই আয়াতাংশটির বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায়– শিরক অতিবড়ো গুনাহ। সবচেয়ে বড়ো গুনাহ নয়।

তথ্য-২

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

আর যখন লুকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বলেছিল– হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক অতিবড়ো জুলুম (গুনাহ)।

(সুরা লুকমান/৩১ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির শেষাংশ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) হলো শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হওয়ার পক্ষে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সর্বাধিক প্রচারিত দলিল। তবে নিম্নের কারণসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়, আয়াতটি শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হওয়ার দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়–

১. শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ তথ্যটি ১নং তথ্যের আয়াতাংশের শিক্ষার বিপরীত।

২. আমাদের জানা মতে, কোনো তাফসীরকারী আয়াতটির শেষাংশের অর্থ 'নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড়ো জুলুম' লেখেননি। বরং সকল তাফসীরকারী লিখেছেন 'নিশ্চয় শিরক বড়ো/মহা/অতিবড়ো/কঠিন/অতিশয় বড়ো/ভীষণ বড়ো জুলুম।

৩. আল কুরআনের বহু স্থানে عَظِيمٌ শব্দটি অতিবড়ো/মহাবড়ো বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুটি স্থান হলো–

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ **عَظِيْمٌ**. وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ **عَظِيْمٌ** .

যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল **অতিবড়ো** বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক **অতিবড়ো** অপবাদ।

(সুরা আন নূর/২৪ : ১৫-১৬)

ওপরের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সুরা লুকমানের ১৩ নং আয়াতের শিক্ষার ভিত্তিতে শিরককে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ বলার কোনো সুযোগ নেই। আয়াতটির শিক্ষা হবে– শিরক অতিবড়ো জুলুম তথা অতিবড়ো গুনাহ। আর সুরা লুকমানের ১৩ নং আয়াতের ভিত্তিতে শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কথাটি মুসলিম সমাজে কীভাবে চালু হতে পারলো এটি এক বিরাট গবেষণার বিষয়।

তথ্য-৩.১

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا.

নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাঁর সাথে শরিক করার গুনাহকে ক্ষমা করেন না। আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৪৮)

তথ্য-৩.২

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا.

নিশ্চয় আল্লাহ (অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায়) তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১১৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি হলো শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হওয়ার পক্ষে মুসলিম বিশ্বে প্রচারিত ২য় প্রধান দলিল। আয়াত দুটি থেকে শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হওয়ার সিদ্ধান্তে যেভাবে পৌঁছানো হয়েছে–

১. আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে শিরকের গুনাহ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন। তাই শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

২. আয়াত দুটির 'এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ' কথাটির ব্যাখ্যা ধরা হয়েছে শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ।

৩. 'যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' অংশের ব্যাখ্যা ধরা হয়েছে– শেষ বিচারের দিন আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন না।

আয়াত দুটির প্রচলিত ব্যাখ্যা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না–

১. আয়াত দুটির শেষাংশের বক্তব্য হলো শিরক অতিবড়ো গুনাহ। এটি সুরা লুকমানের ১৩ নং আয়াতেরও শিক্ষা। তাই আয়াত দুটির প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করে শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছার কোনো সুযোগ নেই। কারণ কুরআন ব্যাখ্যার ১ নং মূলনীতি হলো কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই (সুরা নিসার ৮২ নং আয়াতসহ অন্যান্য আয়াত)।

২. প্রচলিত ব্যাখ্যায় মাফ হওয়া না হওয়াকে শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হওয়ার মাপকাঠি ধরা হয়েছে। মাফ হওয়া না হওয়া যদি গুনাহ বড়ো বা ছোটো হওয়ার মাপকাঠি হয় তাহলে মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ শিরকের চেয়েও অধিক বড়ো গুনাহ হবে। কারণ, শিরক তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়। কিন্তু মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হবে না যদি আগে হক ফেরত দেওয়া না হয়।

৩. প্রচলিত ব্যাখ্যায় অন্য যে কথা বলা হয় তা হলো– আয়াত দুটিতে বলা গুনাহ মাফ করা বা না করার সিদ্ধান্ত আল্লাহ নেবেন শেষ বিচারের সময়। একথা সঠিক হলে পরকালের বিচার ন্যায়বিচার হবে না। কারণ, ন্যায়বিচারের গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হলো– ঘটনা ঘটার

পরে (Post-facto) আইন তৈরি করে তার ভিত্তিতে আগে করা কাজের বিচার করলে সেটি ন্যায়বিচার হয় না। ন্যায়বিচার হতে হলে ঘটনা ঘটার আগে (Pre-facto) আইন তৈরি করে তা মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ গুনাহ মাফ হওয়ার সকল বিধিবিধান কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর কুরআনের প্রথম আদেশ হলো পড়া তথা কুরআনের জ্ঞানার্জনের আদেশ।

৪. প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ' কথাটির অর্থ শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ ধরে বলা হয়েছে– শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ পরকালে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ বক্তব্য সুরা নিসার ১৭ ও ১৮ নং আয়াতের শিক্ষার বিপরীত। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কবুল হতে হলে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার আগে। আর রসুল স. বলেছেন কবুল হতে হলে তাওবা করতে হবে গরগরা আসার আগে। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা থাকা অবস্থায়।

আয়াত দুটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আয়াত দুটির সঠিক ব্যাখ্যা করার জন্য যে বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে–

ক. কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) ১ ও ২ নং মূলনীতি।
খ. শিরকসহ যেকোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে যে সকল মাত্রার গুনাহ হওয়া সম্ভব।
গ. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ।
ঘ. গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা।
ঙ. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা।
চ. তাওবা করলে শিরকের গুনাহ সাওয়াবে পরিণত হয়ে যায়।

বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক. কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) ১ ও ২ নং মূলনীতি

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।
২. একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

খ. শিরকসহ যেকোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে যে সকল মাত্রার গুনাহ হওয়া সম্ভব

নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে সে গুনাহের মাত্রা নির্ভর করে ওজর (বাধ্যবাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রার ওপর। তাই একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বড়োদাগে পাঁচ ধরনের অবস্থান হতে পারে। যথা–

১. বড়ো নিষিদ্ধ কাজটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোনো গুনাহ হবে না।

২. নিষিদ্ধ কাজটির প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে ছগীরা গুনাহ হবে।

৩. নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের তুলনায় মধ্যম (৫০%) মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) মাত্রার গুনাহ হবে।

৪. প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৫. কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা না থাকলে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশিমনে করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

তাই ইসলামে শিরক করলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে বড়োদাগে পাঁচটি অবস্থান হতে পারে। যথা–

১. কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ
২. সাধারণ কবীরা গুনাহ
৩. মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ
৪. ছগীরা গুনাহ
৫. কোনো গুনাহ না হওয়া।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

গ. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ

১. তাওবা
২. নেক আমল
৩. দোয়া
৪. শাফায়াত

ঘ. গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা

- তাওবার মাধ্যমে বান্দার হক ফাঁকির গুনাহ ছাড়া সকল ধরনের গুনাহ মাফ হয়।
- কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া অন্যকোনো উপায়ে মাফ হয় না।
- শাফায়াতের মাধ্যমে মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। কবীরা গুনাহ মাফ হয় না।
- নেক আমলের মাধ্যমে শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হয়।
- অন্যের দোয়ায় কবীরা গুনাহ মাফ হয় না।

গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় ও নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২২) এবং **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বই দুটিতে।

ঙ. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ

আল কুরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন'। এ ধরনের আয়াত থেকে অনেকে মনে করেন যে, গুনাহ মাফ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ ধরনের ব্যাখ্যা যে সঠিক নয় তা Common sense-এর আলোকেও সহজে বোঝা যায়। কোনো অপরাধের জন্য দেওয়া শাস্তি ন্যায়বিচার হতে হলে সে শাস্তির বিষয়টি তথা আইনটি অপরাধ সংঘটনের আগে তৈরি হতে হবে এবং তা মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশে এটিই বিধান। মহান আল্লাহ হলেন সর্বাধিক ন্যায়বিচারক সত্তা। তাই আল্লাহর এ বিধান অমান্য করার কথা নয় এবং তিনি তা কখনো করেননি। তাই গুনাহ করার কারণে শাস্তি দেবেন কি দেবেন না তা গুনাহের কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করেন, একথা Common sense অনুযায়ীও সঠিক হতে পারে না।

আল কুরআনের যে সকল আয়াতে 'আল্লাহর ইচ্ছায়' কিছু হওয়ার কথা বলা আছে সেগুলোর বক্তব্য পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায়– অধিকাংশ স্থানে 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার আগে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধিবিধান, নিয়মকানুন, নীতিমালা ইত্যাদি) অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ

ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

চ. তাওবা করলে শিরকের গুনাহ সাওয়াবে পরিণত হয়ে যায়

তথ্যটি কুরআন থেকে যেভাবে জানা যায়–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন জাহিলরা কথা বলতে থাকে তখন তারা সালাম বলে (বিদায় নেয়)। আর তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। আর তারা বলে– হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূরে রাখুন। নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা। নিশ্চয় তা বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল ফুরকান /২৫ : ৬৩-৭০)

ব্যাখ্যা : রহমানের বান্দা তথা মু'মিনদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ আয়াতগুলোর বক্তব্য শুরু করেছেন। আয়াতগুলোতে প্রথমে বলা হয়েছে মু'মিনগণ ৪টি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ (কবীরা গুনাহ) থেকে দূরে থাকে। কাজ ৪টি হলো–

১. কৃপণতা
২. আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকা তথা শিরক করা
৩. অন্যায়ভাবে হত্যা
৪. ব্যভিচার।

এরপর আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে– যে সকল মু'মিন ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করবে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি পেতে হবে এবং অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে।

সবশেষ আয়াতে বলা হয়েছে– যারা আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো (শিরকসহ অন্য কবীরা গুনাহ) করার পর তাওবা করে তাদের ঐ সকল গুনাহ শুধু মাফই করা হবে না, নেকীতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। তাই এ আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– যথাযথভাবে তাওবা করলে শিরকের গুনাহ নেকীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সুরা নিসার ৪৮ ও ১১৬ নং আয়াতের বিভিন্ন অংশের গ্রহণযোগ্য এবং অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না' অংশের অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা– আল্লাহ শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা, মধ্যম বা ছগীরা তথা কোনো মাত্রার গুনাহ শেষ বিচারের দিন মাফ করবেন না।

গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা– শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা গুনাহ পরকালে মাফ হবে না। শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো দুনিয়ার জীবনে গরগরা আসার আগে খালিস নিয়াতে তাওবা করা।

'আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' অংশের অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা– আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য সকল কবীরা গুনাহ শেষ বিচারের দিন যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন না।

গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা– শিরক সম্পর্কিত কবীরা মাত্রার গুনাহ ছাড়া অন্য মাত্রার গুনাহ (শিরক সম্পর্কিত ছগীরা ও মধ্যম গুনাহ) আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর প্রণয়ন করা ও কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী দুনিয়ায় নেক আমল ও দোয়া এবং পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হবে।

তথ্য-৪

সুরা লুকমানের ১৩ নং আয়াতে জুলুম (ظلم) শব্দটির সাথে আজিম (عظيم) শব্দ জুড়ে দিয়ে শিরকের গুনাহের বড়োত্বের মাত্রা (অতিবড়ো) জানানো

হয়েছে। জুলুম শব্দের সর্বোচ্চ মান (Superlative degree/ اسم تفضيل) হলো আজলামু (اظلم)। তাই আজলামু শব্দটির অর্থ হবে– সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার। আযলামু শব্দটি কুরআনের ১৬টি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ ১৬টি স্থানের বক্তব্য হলো–

স্থান-১

... ... فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ...

... ... অতএব, তার থেকে সবচেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে না জানার কারণে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়? ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৪৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা যেতে পারে– না জানার কারণে ভুল করে অথবা জানার পর ইচ্ছা করে কুরআনের বিপরীত কথা বা কাজের মাধ্যমে।

আয়াতটির সরাসরি বক্তব্য হলো– না জানার কারণে আল্লাহ সম্পর্কে তথা কুরআনে থাকা কোনো একটি বিষয়ে ভুল কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তি সবচেয়ে বড়ো জালিম (গুনাহগার)। অন্যদিকে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া হলো ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার হওয়ার কারণ, এ তথ্যটিও আয়াতটিতে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে আছে মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয়। তাই কুরআনের বিপরীত কথা বা কাজ মানুষের জীবনকে মৌলিক ভুল দিকে নিয়ে যায়।

স্থান-২

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ... ...

আর তার থেকে সবচেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্যকে (কুরআন) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে তার কাছে তা পৌঁছে যাওয়ার পর? ... ...

(সুরা আল 'আনকাবুত/২৯ : ৬৮)

ব্যাখ্যা : নিজের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর কুরআনকে মিথ্যা বলার অর্থ হলো কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা।

তাই আয়াতটিতে–

- প্রথমে কুরআন না জানা বা জানা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআনে থাকা কোনো একটি বিষয়ে বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা গুনাহকারী বলা হয়েছে।
- অতঃপর কুরআন জানার পর কুরআনে থাকা কোনো একটি বিষয়ে বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহকারী বলা হয়েছে।

এ দুই ধরনের ব্যক্তি কেন সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহকারী হিসেবে গণ্য হবে তা এখানে সরাসরি বলা হয়নি। কিন্তু সহজে বোঝা যায়– না জানা বা জানা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে ভুল লেখা বা কাজ মানুষকে মৌলিক ভুল পথে নিয়ে যায়। তাই মানুষকে মৌলিক ভুল পথে নিয়ে যাওয়াই হলো এ দুই ধরনের ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ। অন্যদিকে স্থান-১ এর আয়াতটিতে না জানার কারণে যারা কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাদেরকে সরাসরি সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

স্থান-৩

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ... ...

অতঃপর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে (কুরআন) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে তার কাছে তা পৌঁছে যাওয়ার পর? ... ...

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ৩২)

ব্যাখ্যা : স্থান-২ এর আয়াতটির অনুরূপ।

স্থান-৪

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে (কুরআনের আয়াত) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে? ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ২১)

ব্যাখ্যা : স্থান-২ এর আয়াতটির অনুরূপ।

স্থান-৫

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ... ...

তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : স্থান-২ এর আয়াতটির অনুরূপ।

স্থান-৬

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ... ...

তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর আয়াতকে (কুরআনের আয়াত) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে ? ... ...

(সুরা ইউনুস/১০ : ১৭)

ব্যাখ্যা : স্থান-২ এর আয়াতটির অনুরূপ।

স্থান-৭

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে? ... ...

(সুরা হুদ/১১ : ১৮)

ব্যাখ্যা : এখানে শুধুমাত্র কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

স্থান-৮

... ... فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.

... ... অতঃপর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে?

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ১৫)

ব্যাখ্যা : ৭ নং স্থানের আয়াতটির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৯

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ... ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে একটি মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে– আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ হয় অথচ তার

প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন অচিরেই আমিও তার অনুরূপ অবতীর্ণ করবো? ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৯৩)

ব্যাখ্যা : এখানেও না জানা বা জানা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে কোনো একটি মিথ্যা রচনাকারী তথা কুরআনের কোনো একটি বক্তব্যের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

স্থান-১০

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে? ... ...

(সুরা আস সফ/৬১ : ৭)

ব্যাখ্যা : ৯ নং স্থানের আয়াতটির ব্যাখ্যার অনুরূপ।

স্থান-১১

... ... فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ... ...

... ... অতঃপর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতকে (কুরআনের আয়াত) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে? ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৫৭)

ব্যাখ্যা : এখানে না জানা বা জানা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআনের আয়াতের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা এবং সে অবস্থার ওপর স্থির থাকা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

স্থান-১২

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا... ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যাকে তার রবের আয়াত (কুরআনের আয়াত) দিয়ে উপদেশ দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? ... .

(সুরা আস সাজদা/৩২ : ২২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আয়াত দিয়ে উপদেশ পাওয়া ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে। তাই এখানে কুরআন জানার পর কুরআনের আয়াতের বিপরীত কথা

বলা এবং ঐ জানা বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে।

স্থান-১৩

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ... ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যাকে তার রবের আয়াত (কুরআনের আয়াত) দিয়ে উপদেশ দেওয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার দুই হাত যা আগে পাঠিয়েছে তা (কৃতকর্মসমূহ) ভুলে যায়? ... ...

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ৫৭)

ব্যাখ্যা : ১২ নং স্থানের আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ।

স্থান-১৪

... ... وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ... ...

... ... আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে আসা সাক্ষ্য গোপন করে? ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৪০)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য থাকার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের তথ্য জানা থাকা কিন্তু মানুষকে তা না জানানো। তাই এখানে কুরআনের বক্তব্য জানার পর তা মানুষকে না জানানো ব্যক্তিকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে। কুরআনের তথ্য না জানতে পারা মানুষ ভুল পথে চলে যায়। তাই কুরআনের তথ্য গোপন করার অর্থ হলো মানুষকে মৌলিক ভুল পথে চলে যেতে সহায়তা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটি কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান-১৫

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ... ...

আর তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে, যে আল্লাহর ঘরে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়? ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১১৪)

ব্যাখ্যা : মসজিদের প্রধান কাজ হলো সালাত আদায় করা। আর সালাতের প্রধান বিষয় হলো তিলাওয়াত ও অনুষ্ঠান তথা তাত্ত্বিক (Theoritical) ও ব্যাবহারিকভাবে (Practical) রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্য

স্মরণ রাখা। তাই মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেওয়া এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালানোর প্রধান অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর চেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে মৌলিক ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটিও কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান-১৬

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ.

আর তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছি)। তারা ছিল সবচেয়ে বড়ো জালিম ও অবাধ্য। (সুরা আন নাজম/৫৩ : ৫২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে নূহ আ.-এর সম্প্রদায় সবচেয়ে বড়ো জালিম বলা হয়েছে। কারণ, নূহ আ.-এর সম্প্রদায় আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠার পথে অন্য নবীদের সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি বিরোধিতা করেছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : উপরিউক্ত ১৬টি অবস্থানে থাকা ১৬টি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সবগুলো স্থানে আজলামু (اظلم) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার কে তা জানানো বা বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলার কারণে দুই ধরনের ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলা হয়েছে–

১. যারা কুরআন না জানার কারণে ঐ আচরণ করছে।
২. যারা কুরআন জানার পর ঐ আচরণ করছে।

আর ঐ উভয় ধরনের ব্যক্তিদেরকে সবচেয়ে বড়ো জালিম তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলার কারণ হলো– তারা মানুষকে মৌলিক ভুল পথে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন

এ দুই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে কারা অধিকতর বড়ো জালিম তথা অধিকতর বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য হবে? অর্থাৎ কুরআন না জানার কারণে কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তি অধিক বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য হবে, নাকি কুরআন জানার পর কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তি অধিক বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য হবে?

প্রশ্নটির উত্তর

জানা ও মানা (আমল করা) দুটি ভিন্ন ফরজ। Common sense অনুযায়ী–

১. যে জানে কিন্তু মানে না তার জানার ফরজটি আদায় হয়েছে কিন্তু মানার ফরজটি আদায় হয়নি। তাই তার একটি ফরজ অমান্য করার গুনাহ হবে। অন্যদিকে যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দুটি ফরজের একটিও আদায় হয়নি। তাই তার দুটি ফরজ অমান্য করার গুনাহ হবে।

২. যার জানা আছে সে আজ না মানলেও কাল, কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর মানতে পারবে। কিন্তু যার জানা নেই সে কোনোদিনও মানতে পারবে না।

৩. 'জানার পর না মানা অধিক গুনাহ' কথাটি মানুষকে জানার বিষয়ে অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে 'না জানার কারণে না মানা অধিক গুনাহ' কথাটি মানুষকে জানতে বাধ্য করে।

তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– না জানার কারণে না মানা, জানার পর না মানা থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। আর তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআন না জানার কারণে কুরআনের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তির কুরআন জানার পর কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত কথা বলা বা কাজ করা ব্যক্তির তুলনায় দ্বিগুণ গুনাহ হবে। আর এ গুনাহ হওয়ার মূল কারণ হলো– কুরআন না জানা তথা কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

তাই আযলামু (اظلم) শব্দটি ধারণকারী কুরআনের ১৬টি আয়াতের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

তথ্য-৫

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

যখন তোমরা কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ সালাত, সিয়াম বা অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। তাই জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া শুরু করার আগে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ। তাই আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারবে না।

যেটি শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ সেটিই সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। তাই আলোচ্য আয়াতের শিক্ষা হলো– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

তথ্য-৬

... ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ... ...

... ... বলো যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (অজ্ঞ) তারা কি সমান হতে পারে? ... ...

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রশ্নের উত্তরের প্রবাহচিত্র–

যারা জ্ঞানী আর যারা অজ্ঞ তারা কখনও সমান হতে পারে না

↓

যারা কুরআনের জ্ঞানী আর যারা কুরআনের জ্ঞানী নয় তারা কখনও সমান হতে পারে না

↓

যারা কুরআনের জ্ঞানী নয় তারা কুরআনের জ্ঞানীদের তুলনায় শিরকসহ সকল গুনাহ অনেক বেশি করবে

↓

কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ

তাই এ আয়তের একটি শিক্ষা হলো– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়েও বড়ো গুনাহ।

তথ্য-৭

... ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ.

... ... বলো, অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? তবে কি তোমরা চিন্তাভাবনা করো না?

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৫০ এবং কুরআনের আরো অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে থাকা প্রশ্নের উত্তরের একটি প্রবাহচিত্র–

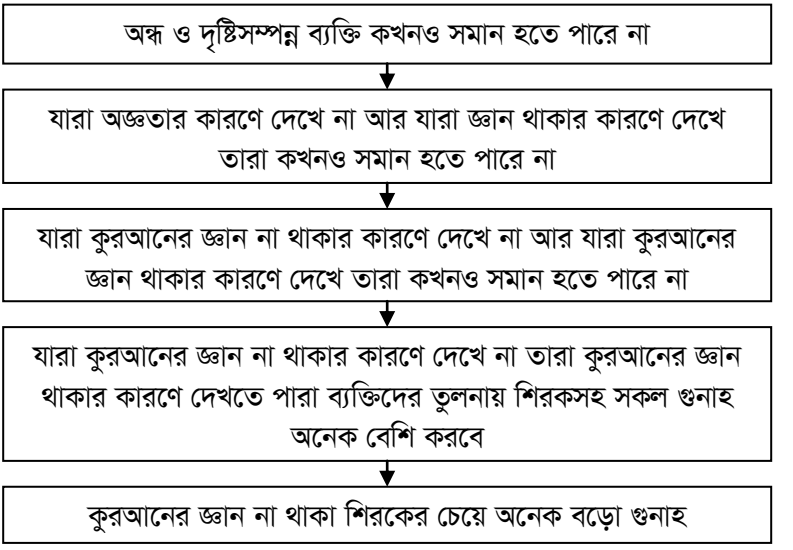

এ আয়তেরও একটি শিক্ষা হলো– কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

আয়াতটির শেষে 'তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না?' প্রশ্নটির মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তিরস্কার করেছেন। এ তিরস্কারের কারণ হলো– আয়াতটির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে শিরকের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান না থাকা অনেক বড়ো গুনাহ বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত সহজ। এখানে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক মানুষকে তিরস্কারের কারণ হলো– মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে Common sense নামক জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। আর ঐ শক্তিটির কারণে মানুষ অন্য সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে মানুষ এত সহজ একটি বিষয় কেন বুঝতে পারবে না? তাই বলা যায়– এ আয়াত ব্যাখ্যা করে কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ, বিষয়টি যারা বুঝতে বা মানতে পারবে না তাদেরকে আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে।

তথ্য-৮

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ. الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। পড়ো, আর

তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে জানতো না।

(সুরা আল 'আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এ ৫টি আয়াত রসুল স.-এর ওপর প্রথম নাযিল হয়। এরপর বেশ কয়েক মাস, কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী কমপক্ষে ছয় মাস কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় তাঁকে রসুলদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মনে করে রসুল স. অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। আয়াত পাঁচটি নাযিলের পর কয়েকমাস কুরআন নাযিল না হওয়ার দুটি ব্যাখ্যা হলো–

১. রসুল স.-কে ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত করা।

২. আয়াতটির শিক্ষা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তা বুঝতে সময় দেওয়া।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ, দ্বিতীয় ওহীর পরের ওহীগুলোর মধ্যকার সময় এতো অধিক ছিল না। আর কোনো বিষয় প্রথমবার পেয়ে বা ব্যবহার করে মানুষ সেটিতে অভ্যস্ত হতে পারে না।

তাহলে আল কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম শব্দটি হলো 'পড়ো'। অর্থাৎ 'জ্ঞানার্জন করো'। এটি একটি আদেশমূলক কথা। তাই আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া প্রথম আদেশ হলো জ্ঞানার্জন করার আদেশ। আর জ্ঞানার্জন করার আদেশ দেওয়ার পর আল্লাহ যে শব্দ ও বাক্যগুলো পড়তে বলেছেন তা কুরআনের শব্দ ও আয়াত। অন্য যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হলো– আয়াত ৫টিতে জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

তাই আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের মাধ্যমে জানানো আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ। এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে– কুরআনের জ্ঞানার্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা সবচেয়ে বড়ো ফরজ বলেই আল্লাহ তাঁর প্রথম নির্দেশ হিসেবে এ কথাটিকে বেছে নিয়েছেন। তাই আয়াত ৫টির ভিত্তিতে এটিও বলা যায় যে– কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

তথ্য-৯.১

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ.

আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর থেকে তাদের বংশধরদের বের

করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের যুহুর থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশটি থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ সকল মানবরূহ থেকে তাঁকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানবরূহ স্বেচ্ছায় সে অঙ্গীকার দিয়েছে।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশের মাধ্যমে সকল মানবরূহ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়ার কারণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অঙ্গীকার কী বিষয়ে নেওয়া হয়েছিল তা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কারণটি হলো– মানুষ যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা রব তথা রুবুবিয়াত বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। একথাটি বলার সুযোগ থাকলে রুবুবিয়াত বিরোধী কাজ (কবীরা গুনাহ) করার জন্য মানুষকে দায়ী করা ও শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার হতো না। কেননা, জানতে না পারার কারণে কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার বিরোধী কাজ।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে– আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার (ক্ষমতা) ধরনের সকল তাওহিদ (একত্ববাদ), আল্লাহর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

প্রশ্ন হলো– ঐ সময়ে সকল মানবরূহকে রুবুবিয়াতের সব বিষয় জানানো/শেখানোর পর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল কি না? প্রশ্নটির উত্তর জানা যায় ৩টি আয়াতের বক্তব্য থেকে–

১. সুরা আলাকের ৫ নং আয়াত

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(কুরআনের মাধ্যমে) এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে (রূহের জগতে ও জন্মগতভাবে) জানে না।

২. সুরা বাকারার ১৫১ নং আয়াতের শেষাংশ

... ... وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

... ... (রসুলগণ) তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা আগে (রূহের জগতে ও জন্মগতভাবে) জানতে না।

৩. সুরা বাকারার ৩৮ নং আয়াত

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। এরপর আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (যুগেযুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না।

তাই আলোচ্য আয়াতটির (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২) ওপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলা যায়– রূহের জগতে সকল মানবরূহকে রুবুবিয়াতের সকল বিষয় সরাররি জানিয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি। রুবুবিয়াতের নিম্নোক্ত দুটি দিকের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে–

১. রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তাওহিদ বিয-যাত) সরাসরি জানানোর পর তা গ্রহণ ও মেনে চলার অঙ্গীকার।
২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় জানা ও মানার জন্য আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের জ্ঞানার্জন করা এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকার।

তথ্য-৯.২

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ.

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা আগে শিরক করেছে আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (আমাদের পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সেজন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অথবা' শব্দটির ব্যাখ্যা– শব্দটি থেকে বোঝা যায়, সকল মানবরূহ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার যে কথা ১৭২ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে সে অঙ্গীকার নেওয়ার ২য় কারণ ও বিষয় আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে।

'তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো আমাদের বাপ-দাদারা আগে শিরক করেছে আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (আমাদের পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সেজন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?'

অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশের ভিত্তিতে বলা যায়, অঙ্গীকার নেওয়ার সময় এমন একটি বিষয় সকল রূহকে জানানো হয় যার কারণে কিয়ামতের দিন মানুষের এটি বলার সুযোগ না থাকে যে– রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ তাদের জানা ছিল না। আর তারা হলো পরবর্তী বংশধর। তাই বাপ-দাদা, আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে তারাও তা করেছে। আর তাই ধ্বংস তথা স্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি যদি পেতে হয় তবে তা আমাদের নয় বরং বাপ-দাদা, আকাবের ও মনীষীদের পাওয়া ন্যায়বিচার হবে।

অন্ধ অনুসরণ করা লাগে সে ব্যক্তির যার কোনো জ্ঞান থাকে না। তাই বলা যায়– অঙ্গীকার নেওয়ার সময় আল্লাহ সকল রূহকে এমন কোনো জ্ঞানের উৎস দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন যা সবসময় তাদের কাছে থাকবে। তাই তাদের অন্ধ অনুসরণ করার সুযোগ থাকবে না। সে উৎসটি হলো আকল/Common sense/বিবেক।

আয়াতটিতে অন্য যে বিষয় লক্ষণীয় তা হলো– অন্ধ অনুসরণের বিষয় হিসেবে অন্যকোনো কবীরা গুনাহের কথা না বলে শিরকের কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, আয়াতটি অনুযায়ী কবীরা গুনাহের মধ্যে শিরক বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

আয়াতটির সার্বিক শিক্ষা : আয়াতটির বিভিন্ন অংশের ওপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলা যায়, রূহের জগতের অঙ্গীকার নেওয়ার অনুষ্ঠানে সকল মানবরূহের কাছ থেকে ১৭২ নং আয়াতের অঙ্গীকারের বাইরে অন্য যে বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল তা হলো–

১. জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উপেক্ষা করে বাপ-দাদা, আকাবের ও মনীষী তথা কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার।
২. শিরক না করার অঙ্গীকার।

আয়াত দুটির সম্মিলিত শিক্ষা

আয়াত দুটির (সুরা আল আরাফ/৭ : ১৭২ ও ১৭৩) ভিত্তিতে বলা যায়, রূহের জগতে সকল মানবরূহ আল্লাহর কাছে ৪টি অঙ্গীকার করে এসেছে। অঙ্গীকার ৪টি হলো–

১. রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ (তাওহিদ বিয-যাত) মেনে চলার অঙ্গীকার।
২. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের জ্ঞানার্জন করা এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকার। ঐ কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।
৩. জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উপেক্ষা করে বাপ-দাদা, আকাবের ও মনীষী তথা কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার।
৪. শিরক না করার অঙ্গীকার।

তাহলে দেখা যায়– রূহের জগতে সকল মানবরূহের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার অনুষ্ঠানে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন করার অঙ্গীকার প্রথমে নেওয়া হয়েছে। আর শিরক না করার অঙ্গীকার তারপর নেওয়া হয়েছে। তাই রূহের জগতে মানবরূহের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহ শিরক করার গুনাহ থেকে বড়ো।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায়– সবচেয়ে বড়ো গুনাহের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।
২. শিরক অতিবড়ো গুনাহ।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense ও কুরআনের তথ্যের ভিত্তিতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তবে ঐ বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। এটি এ জন্য যে–

- যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয়ের অনুরূপ বা সমর্থনকারী বক্তব্য হাদীসে অবশ্যই থাকবে। কারণ, সুরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– রসুল স.-এর দায়িত্বই ছিল কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া।
- অন্যদিকে কুরআনের তথ্যের বিপরীত কথা কখনই রসুল স.-এর কথা হতে পারে না। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সুরা আল হাক্কার ৪৪-৪৭ নং আয়াতে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– সবচেয়ে বড়ো গুনাহের ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস তথা কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ এবং শিরক অতিবড়ো গুনাহ কথাটি সমর্থনকারী হাদীস আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে দু-একটি হাদীস খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে হাদীসের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। হাদীসের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধাতে পৌঁছাতে হলে হাদীস থেকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি অবশ্যই জানতে হবে।

হাদীস পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি ৪টি–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

৩. হাদীস সঠিক আকল/Common sense/বিবেক (আকলে সালিম)-এর রায়ের বিরোধী হবে না।

৪. হাদীস কখনও বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং 'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বই দুটিতে।

মূলনীতিসমূহ মনে রেখে চলুন এখন সবচেয়ে বড়ো গুনাহ সম্পর্কে হাদীস জানা যাক–

হাদীস-১

أخرج الإمام مسلم... ... ... عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ.

ইমাম মুসলিম রহ. ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল হামীদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা. বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রা.-কে বলতে শুনেছি– রসুলুল্লাহ স. বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন অথবা তাঁকে বড়ো গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতামাতার নাফরমানি করা। (অতঃপর তিনি বললেন), এখন কি আমি সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি তা তোমাদের বলবো? তিনি বলেন, তা হচ্ছে মিথ্যা বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শু'বা রহ. বলেন– আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. বড়ো গুনাহ কোনগুলো এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কি তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিরক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতামাতার নাফরমানি করাকে **বড়ো গুনাহ** (কবীরা

গুনাহ) বলেছেন। আর মিথ্যা প্রচার করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে **সবচেয়ে বড়ো গুনাহ** বলেছেন।

ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। তাই হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের বিপরীত কথা বলা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ। অন্যদিকে কুরআন না জানার কারণে কুরআনের বিপরীত কথা বলা কুরআন জানার পর বিপরীত কথা বলার থেকে দ্বিগুণ গুনাহ (বিষয়টি নিয়ে ৪৭ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে)। কারণ, যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে তার পক্ষে ভুলক্রমে কুরআনের বিপরীত দু-একটি কথা বলা বা কাজ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে সারাজীবন ধরে মনের অজান্তে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে শিরক ও অন্য বিষয়ে কুরআনের বিপরীত অনেক কথা বলবে, কাজ করবে বা প্রচার করবে। আর এর মাধ্যমে সে মানবসমাজ ও তার নিজের ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– কুরআন না জানা শিরকের চেয়ে অনেক বড়ো গুনাহ।

আবার হাদীসটিতে রসুল স. বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হিসেবে শিরক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতামাতার নাফরমানি করার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এ তিনটির মধ্যে শিরক করাকে তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসেও তিনি এরকমই করেছেন। তাই এ তিনটি বড়ো গুনাহের মধ্যে শিরক অধিকতর বড়ো (অতিবড়ো) এ কথা বলা যেতে পারে। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো–

- শিরক অতিবড়ো গুনাহ।
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ.

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুর রহমান ইবন আবী বাকরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসহাক রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু

বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে শুনে বলেন, রসুল স. বলেছেন– সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কী আমি কি তোমাদের তা অবহিত করবো না? আমরা বললাম– হ্যাঁ, হে রসুল স.। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথাগুলো হেলান দেওয়া অবস্থায় বলছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন– সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন!

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫৯৭৬।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. ৩টি বিষয়কে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটি হলো– শিরক করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া এবং মিথ্যা প্রচার করা। প্রথম ২টি বিষয় রসুল স. হেলান দেওয়া অবস্থায় বলেন। কিন্তু 'মিথ্যা কথা প্রচার করা' কথাটি বলার সময় তিনি সোজা হয়ে বসেন। আর কথাটি তিনি এতবার উচ্চারণ করেন যে সাহাবায়ে কিরাম কামনা করছিলেন রসুল স. কথাটি বলা বন্ধ করুক। এ বর্ণনাভঙ্গি (Body language) থেকে সহজে বোঝা যায়– হাদীসটিতে রসুল স. মিথ্যা প্রচার করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ মিথ্যা কথা প্রচার করাকে অন্য দুটির (শিরক করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া) চেয়ে বড়ো গুনাহ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

তাই ১ নং তথ্যের হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায় যে–

- শিরক অতিবড়ো গুনাহ।
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ইমাম বুখারী রহ. ওসমান ইবনে আফফান রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০২৭।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন যে, যার কুরআনের জ্ঞান আছে এবং অপরকে তা শেখায় সে হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি। অর্থাৎ সে সবচেয়ে বেশি সওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি। কারণ সে সঠিক আমল করতে পারবে। কুরআন অপরকে শেখাতে হলে প্রথমে নিজে কুরআন জানতে হবে। তাহলে এ হাদীস অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড়ো সওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ।

কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড়ো সওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ হলে কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এর কারণ হলো– যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে শিরকসহ অন্যান্য বড়ো গুনাহ করে যেতে থাকবে। তাই এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড়ো সওয়াব বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

হাদীস-৪

أخرج الإمام الترمذي... ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবু সাঈদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাঈদ রা. থেকে বলেন, রসুল স. বলেছেন– আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ন, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক্‌র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে– কুরআনের মর্যাদা অন্য কালামের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য হলো আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানার্জনের সওয়াব অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের

সওয়াবের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। জ্ঞানের ভিত্তিতে সংঘটিত হয় আমল। তাই হাদীসটির আলোকে এটি বলা যায় যে– কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহের বড়োত্বের মাত্রা শিরক ও অন্য গুনাহের বড়োত্বের মাত্রার চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস-৫

أخرج الإمام البيهقي ... ... عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

ইমাম বায়হাকী রহ. নুমান ইবনে বাশীর রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফিজ রহ. থেকে শুনে তার 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– নুমান ইবনে বাশীর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কুরআন অধ্যয়ন করা আমার উম্মতের জন্য সর্বোত্তম ইবাদাত।

- ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং ২০২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে কুরআন অধ্যয়ন করা তথা কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে সর্বোত্তম ইবাদাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানার্জন করার নেকী অন্য সকল আমলের নেকীর চেয়ে বেশি। তাহলে হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহ অন্য যেকোনো গুনাহের চেয়ে বেশি। সে গুনাহ শিরক করা বা অন্য যেকোনো বড়ো গুনাহ হোক না কেন।

হাদীস-৬

أخرج الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَةَ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম ইবনে আম্মার রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– শয়তানের কাছে একজন ফকীহ হাজার (অজ্ঞ) আবেদ থেকে অধিক কঠিন তথা ভয়ের কারণ।

- ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : ফকীহ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের সঠিক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইসলামের একমাত্র নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ডগ্রন্থ হলো আল

কুরআন। তাই ইসলামের সঠিক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি তিনিই হবেন যার কুরআনের গভীর জ্ঞান আছে।

তাহলে বলা যায় যে, এ হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের সঠিক জ্ঞানী ইবাদাতকারী ব্যক্তিকে কুরআনের জ্ঞান না থাকা ইবাদাতকারী ব্যক্তির তুলনায় শয়তান অনেক বেশি ভয় পায়। কারণ, কুরআনের সঠিক জ্ঞান থাকা ব্যক্তিকে ধোঁকা দেওয়া কঠিন।

যে ধরনের ব্যক্তিকে শয়তান সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সে ধরনের ব্যক্তি যেন তৈরি হতে না পারে সেটিই শয়তান সবচেয়ে বেশি চাইবে। তাই শয়তান সবচেয়ে বেশি চায় মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে। যেটি শয়তান সবচেয়ে বেশি চায় সেটিই হবে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। তাই এ হাদীসটির মাধ্যমেও রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।

♣♣ এগুলোসহ আরো হাদীসের বক্তব্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।
- শিরক অতিবড়ো গুনাহ।

তাহলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বড়ো গুনাহের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়ের সমর্থনকারী অনেক হাদীস আছে।

সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের যে পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের কী পরিমাণ জ্ঞান থাকতে হবে? চলুন জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন এ বিষয়টি জানা যাক।

Common sense

কোনো বিষয়ের সকল মৌলিক তথ্য যদি একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে Common sense-এর সর্বসম্মত রায় হবে– ঐ বিষয়টি পালন করে সফল হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরো গ্রন্থটি পড়ে সকল মৌলিক তথ্য জেনে নিতে হবে। কারণ, একটি মৌলিক জ্ঞান ও আমলে ভুল থাকলে অন্য সকল সঠিক আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। তাই Common sense অনুযায়ী একজন মুসলিমের জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে তাকে অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। দু-চারটি বা কয়েকটি সুরা মুখস্থ থাকলে বা তার বক্তব্য জানা থাকলে চলবে না।

তাহলে ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাহলে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– একজন মুসলমানকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ

مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۠ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবটির (আল কুরআন) কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫ ও ৮৬)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই আয়াত দুটির বক্তব্য হলো– যারা কুরআনের কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করবে এবং কিছু অংশের জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস করবে না তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। আর তাই আয়াত দুটির শিক্ষা হলো– একজন মুসলিমকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে।

তথ্য-২

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمْلٰى لَهُمْ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ.

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশাবাদে জড়িয়ে রেখেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন (কুরআন) তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার

অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। এজন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতটিতে কুরআনের মাধ্যমে হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। ফিরে যাওয়া হলো– জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা।

উল্লিখিত ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐরকম আচরণ তথা কুরআনের কিছু অনুসরণ করলে এবং কিছু কিছু অনুসরণ না করলেও তারা সফল হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখেশান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐরকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কোনো বিষয় অনুসরণ করতে হলে আগে তা জানতে হবে। এ আয়াতগুলো থেকে তাই স্পষ্ট বোঝা যায়– আল কুরআনের পুরো অংশের জ্ঞানার্জন ও তার ওপর আমল করতে হবে।

♣♣ তাহলে আলোচ্য বিষয়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– একজন মুসলমানকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর তাই সবচেয়ে বড়ো গুনাহগার বলে গণ্য না হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের পুরো কুরআনের জ্ঞান থাকতে হবে।

সঠিক অর্থ বা তাফসীরগ্রন্থ বাছাই করা

অধিকাংশ মুসলিম অর্থ বা তাফসীর পড়ে কুরআনের জ্ঞানার্জন করে। যে অর্থ বা তাফসীরগ্রন্থটি পড়া হচ্ছে তাতে যদি দুর্বলতা থাকে তবে সেটি পড়ে ইসলামের সঠিক ধারণা তো পাওয়া যাবেই না বরং উল্টোটি (ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা) সৃষ্টি হতে পারে। তাই দুর্বলতামুক্ত অর্থ বা তাফসীরগ্রন্থ বেছে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে ভালো মানের দু-তিনটি তাফসীর (অন্তত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর ব্যাখ্যার জন্য) দেখা ভালো।

সঠিক অর্থ বা তাফসীরগ্রন্থটি নির্বাচন করতে হলে যে বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে–

১. মূল অর্থ বা তাফসীরকারীর বৈশিষ্ট্য
   ক. কুরআনের জ্ঞানের পরিধি।
   খ. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।
   গ. আমল।
২. সম্পাদনা পরিষদ।
৩. অর্থ বা তাফসীর যুগের জ্ঞানের আলোকে হওয়া এবং নতুন সংস্করণ হওয়া।

চলুন এখন বিষয়গুলো কিছুটা বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক–

১.১ মূল অর্থ বা তাফসীরকারীর কুরআনের জ্ঞানের গভীরতা

মূল তরজমা বা তাফসীরকারীকে অবশ্যই কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে হবে। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথমে তাকে পুরো কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সেখানে মানবজীবনের বিভিন্ন দিক তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, উপাসনা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বা তথ্য আছে তা জানতে হবে। এরপর তাকে অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার যুগ পর্যন্ত ঐ সবগুলো দিকে আবিষ্কৃত এবং সঠিক মৌলিক তথ্যগুলো জানতে হবে। অতঃপর তাকে ঐ দিকগুলোর কোনো একটি নিয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করতে হবে। যে ব্যক্তির

কুরআনে উল্লিখিত মানবজীবনের কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে তার যুগ পর্যন্ত আবিষ্কার হওয়া সঠিক মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে সে কুরআনের জ্ঞানী ব্যক্তি নয়। তাই তার করা অনুবাদ বা তাফসীর যথাযথ হবে না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

১.২ মূল তরজমা বা তাফসীরকারীর আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান

প্রচলিত ধারণা হলো কুরআনের অর্থ লিখতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত হতে হবে। আর কুরআনের তাফসীর লিখতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের মহাপণ্ডিত হতে হবে। তবে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো– কুরআনের অর্থ লিখতে হলে ব্যক্তির অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, কুরআন আরবীতে লেখা। তবে কুরআনের তাফসীর লিখতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের তেমন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তাফসীর লেখার জন্য বেশি প্রয়োজন হয় সত্য উদাহরণ, আকল ও সাধনা। এ কথার দলিল হলো–

১. কুরআনের সর্বোত্তম তাফসীরকারী হলেন মহান আল্লাহ। কিন্তু মহান আল্লাহ আরবী ব্যাকরণের সাহায্যে কুরআন তাফসীর করেননি। আল্লাহ কুরআনকে তাফসীর করেছেন সত্য উদাহরণের মাধ্যমে। তাই, কুরআনের অধিকাংশ আয়াত হলো উদাহরণের (আমছাল) আয়াত।

২. কুরআনের আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত তাফসীরকারী হলেন মুহাম্মাদ স.। কিন্তু রাসুলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীসও নেই, যেখানে পাওয়া যায়– তিনি আরবী গ্রামার দিয়ে কুরআনের তাফসীর করেছেন। রাসুলুল্লাহ স.-ও কুরআনকে তাফসীর করেছেন সত্য উদাহরণের মাধ্যমে।

অন্যদিকে কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের প্রকৃত মূলনীতি খেয়াল না রাখলে বা জানা না থাকলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ অর্থ ও তাফসীর করতে ব্যর্থ হবেন। কুরআনের অর্থ (তরজমা) করার কোনো মূলনীতি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নেই। আর কুরআন তাফসীরের যে মূলনীতি (উসূল) বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আছে তাতে বেশকিছু মৌলিক ভুল আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। কুরআন তাফসীরের প্রকৃত মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে **৩১** পৃষ্ঠায়।

১.৩ মূল অর্থ বা তাফসীরকারকের আমল

কুরআনে বর্ণিত কোনো একটি মূল বিষয় না মানলে বা জীবন বাঁচানোর কারণ ছাড়া পালন না করলে তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। একথা আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন সুরা বাকারার ৮৫ নং এবং সুরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতে। সুতরাং যদি কোনো অর্থ বা তাফসীরকারীর ঐ ধরনের দুর্বলতা থাকে তবে তার অর্থ বা তাফসীর গ্রহণ করা যথার্থ হবে না।

অন্যদিকে কুরআন একটা বই আকারে একবারে রসুল স.-এর কাছে পাঠানো হয়নি। রসুল স. তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে ইসলামকে বিজয়ী করার যে প্রাণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন সেই সংগ্রামের প্রতি মুহূর্তে দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য কুরআন অল্প অল্প করে ২৩ বছর ধরে রসুল স.-এর ওপর নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনের মতো একটা ব্যাবহারিক কিতাবের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে হলে তাফসীরকারীকে অবশ্যই ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। অথবা যে স্থানে ইসলাম বিজয়ী আছে সেখানে ইসলামকে বিজয়ী রাখার কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। তা না হলে কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য কোনোমতেই তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং তার সঠিক তাফসীরও করতে পারবেন না। যে ব্যক্তির এ গুণ নেই তাঁর তাফসীর হবে ঐ ব্যক্তির চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয়ে ব্যাখ্যা লেখার মতো যিনি কখনো বাস্তবকাজের মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখেননি এবং বাস্তবে চিকিৎসাবিদ্যার মূল কাজগুলো করেন না। পৃথিবীর যে কোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখার জন্য এ গুণ অপরিহার্য। তাই যে অনুবাদ বা তাফসীরকারীর এ গুণটি নেই তার অর্থ বা তাফসীর অধ্যয়ন করাও যথার্থ হবে না।

২. সম্পাদনা পরিষদ

কুরআনে উল্লেখ আছে মানবজীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক। নবী-রসুলগণ বাদে আর কারো পক্ষে ঐ সকল দিকের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে বাস্তব কারণে চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে উচ্চতর বিশেষজ্ঞ (Super specialist) তৈরি করা হচ্ছে। কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরের একটি সম্পাদনা পরিষদ (Editorial board) থাকতে হবে। যেখানে কুরআনে উল্লিখিত সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদস্য থাকবেন। মূল অর্থ বা তাফসীরকারী প্রয়োজন মতো তাদের সাথে পরামর্শ করে অনুবাদ বা তাফসীর চূড়ান্ত করবেন। মূল অর্থ বা তাফসীরকারীর ইন্তিকালের পর নতুন এক ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। সম্পাদনা পরিষদও এভাবে নবায়ন করতে হবে।

৩. অর্থ বা তাফসীর যুগের জ্ঞানের আলোকে হওয়া এবং সংস্করণ হওয়া

কুরআনের বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআনের কোনো কোনো বক্তব্য সঠিকভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। অন্যকথায় মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে যেসব তথ্য বা জ্ঞান আবিষ্কৃত হবে তা যদি সঠিক হয়, তবে ঐ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনেও একই কথা বলা আছে।

তাই কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ে যে ইঙ্গিত দেওয়া আছে তা নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন আবিষ্কার হবে। আবার নতুন নতুন সঠিক আবিষ্কার অনুযায়ী কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে না পারলে কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। অন্যদিকে মানুষ যদি দেখে নতুন নতুন সঠিক আবিষ্কারের সাথে কুরআনের বক্তব্য মিলে যাচ্ছে তবে কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি বহুগুণে বেড়ে যাবে। তাই কুরআনের বক্তব্য নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করার সময় কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত কোনো বিষয়ের কোনোরকম পরিবর্তন করা চলবে না। কারণ, ঐ বিষয়গুলো এসেছে এমন সত্তার কাছ থেকে যাঁর সকল বিষয়ে তিনকালের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে।

ওপরের বক্তব্যগুলো জানার পর আশা করি সবাই একমত হবেন যে, নতুন নতুন সঠিক বা নির্ভুল আবিষ্কারকে স্থান দিয়ে পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের যেমন নির্দিষ্ট সময় পরপর নতুন সংস্করণ (New Edition) বের হয়, কুরআন নামক ব্যাবহারিক গ্রন্থের অর্থ ও তাফসীরের ব্যাপারেও মুসলিমদের তাই করতে হবে। প্রত্যেক পাঠককে অর্থ ও তাফসীর নির্বাচন করার সময় দেখতে হবে অর্থ বা তাফসীর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা হয়েছে কি না এবং নতুন সংস্করণ বের করা হয়েছে কি না। মনে রাখতে হবে, কুরআনের আরবী আয়াত কোনোদিন পুরাতন হবে না কিন্তু অর্থ ও তাফসীর পুরাতন হয়ে যাবে। তাই সকল পাঠককে অবশ্যই সর্বশেষ সংস্করণটি পড়তে হবে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে কুরআনের যেসব তাফসীর পৃথিবীতে আছে তার অধিকাংশের ব্যাপারে বলা যায়– তাফসীরটি প্রথমে লেখার সময় এবং পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে ৫০০ বা ১০০০ বছরের আগে তো দূরের কথা পাঁচ বছর আগে লেখা তাফসীরেও এমন অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যা বিভিন্ন বিষয়ে (বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ে) বর্তমান সময়ের মানবসভ্যতার অর্জিত সঠিক জ্ঞানের

সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এতে করে কুরআনের বিরোধী লোকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন যুগের জ্ঞানের আলোকে অর্থ ও তাফসীর বের করেছে এবং তার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণও বের করেছে। পৃথিবীতে এটি প্রথম। ইনশাআল্লাহ যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত এর সংস্করণ বের হতে থাকবে।

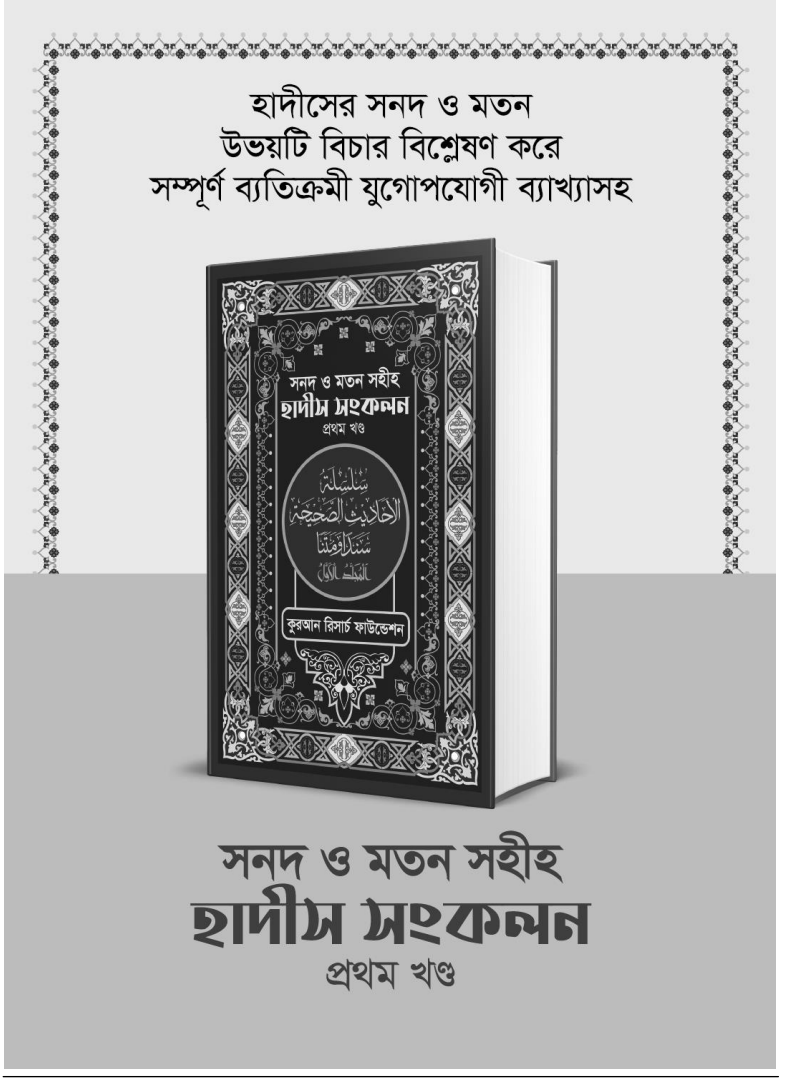

শিরকের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ এবং বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের শিরকের ব্যাপকতা

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, শিরক কোনো ছোটোখাটো গুনাহ নয়। শিরক 'অতিবড়ো' একটি কবীরা গুনাহ। তাই সকল মুসলিমকে অবশ্যই শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর শিরক করা থেকে মুক্ত থাকতে হলে আগে শিরক সম্পর্কে জানতে হবে। তাই চলুন, শিরক সম্পর্কে কিছু কথা এখন জেনে নেওয়া যাক–

শিরকের সংজ্ঞা

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই শিরকের সংজ্ঞা হলো– যেসব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেসব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে, এমনটা কথা বা কাজের মাধ্যমে স্বীকার করা।

শিরকের শ্রেণিবিভাগ এবং বর্তমান মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের শিরকের ব্যাপকতা

শিরক চার ধরনের–

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক
২. আল্লাহর গুণাবলির সাথে শিরক
৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক
৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক।

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি আছে বললে বা স্বীকার করলে এ ধরনের শিরক করা হয়। মুসলিমরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত আছে বলা যায়।

২. আল্লাহর গুণাবলির সাথে শিরক

যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, সে গুণ অন্য কারো আছে বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা এ ধরনের শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন– সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তার এ ধরনের গুণ আছে, এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। তাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোনো নবী-রসুল, ওলী-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমানকালের মুসলিমদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর তা অন্য কাউকে দেওয়া বা তা পাওয়ার হক অন্য কারো আছে বলে স্বীকার করা এ ধরনের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– সিজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোনো মাজার বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে তবে সে শিরক করলো। এ ধরনের শিরক মুসলিমদের মধ্যে বর্তমানে কম হলেও আছে।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত, মউত, রিজিক, ধনদৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেওয়া এবং গুনাহ মাফ করার স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর কাছ থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি বিশ্বাস করে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা জোর করে বা অনুরোধ করে ঐগুলো আল্লাহর কাছ থেকে এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক করা হবে। মানুষ ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পেছনে অর্থসম্পদ বা শ্রম তখনই শুধু ব্যয় করে যখন সে নিশ্চিত হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অবশ্যই এনে দিতে পারবে। তদ্রূপ আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ ইত্যাদি) নজর-নিয়াজ বা শ্রম (হাত-পা টিপা ইত্যাদি) মানুষ শুধু তখনই দেয় যখন সে বিশ্বাস করে– ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আল্লাহর কাছ থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এই ধরনের শিরক কমবেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াত ও আরো আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোনো সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এইসব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে, যেসব ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট আইন দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া কোনো স্পষ্ট আইনের পরিপন্থি হতে পারবে না। কেউ যদি ঐসব সংস্থা বা সত্তাকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করলো।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সবকটিতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলিম সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশিরভাগ মুসলমান খুশি মনে মেনে চলছে বলেই এটি চালু থাকতে পারছে। তাই বুঝে হোক, আর না বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম বর্তমানে এ শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন আল কুরআনের মাধ্যমে। আর রসুল স. সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা আছে এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থি কোনো আইন বানানোর ক্ষমতা কোনো সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা

মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার (কুফরীর) সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে খারাপ পর্যায়। আর যেসব মুসলিম ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো আইন মেনে চলে তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

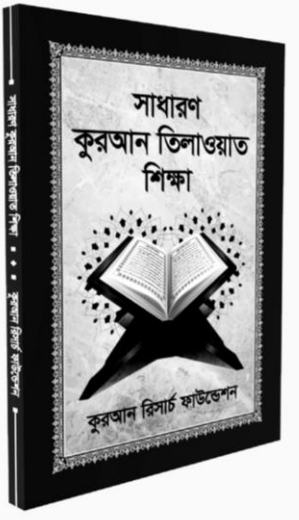

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে– শিরক হলো অতিবড়ো গুনাহ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। আর তথ্যগুলোর ভিত্তিতে এ বিষয়টি শতভাগ নিশ্চয়তাসহ বলা যায়। কিন্তু অবাককাণ্ড হলো প্রায় সব মুসলিম জানে শিরক সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। এছাড়া কুরআনের জ্ঞানার্জন করা নাকি সকলের জন্য ফরজ নয়। এটি নফল আমলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আমল। তাই কুরআনের জ্ঞান না থাকা তেমন কোনো গুনাহ নয়!

এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিমদের মূল শিক্ষায় এটিসহ অনেক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণে পৃথিবীর এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি আজ চরম অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। কী পদ্ধতিতে এ ভুল ঢোকানো ও সেটি স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামক বইটিতে। এ ষড়যন্ত্রে শুধু মুসলিমদের ক্ষতি হয়নি। সমগ্র মানবসভ্যতা আজ এর কুফল ভোগ করছে। ঐ ঢুকিয়ে দেওয়া মৌলিক ভুল তথ্যগুলো এত ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে যে তা সংস্কার করা ২-৪ জন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ মুসলিম যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে তবেই তা সম্ভব হবে। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারও ঈমানি দায়িত্ব এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সে শক্তি ও সামর্থ দিন এ দোয়া করি।

পুস্তিকায় কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন। সঠিক হলে তা শুধরিয়ে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর**, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

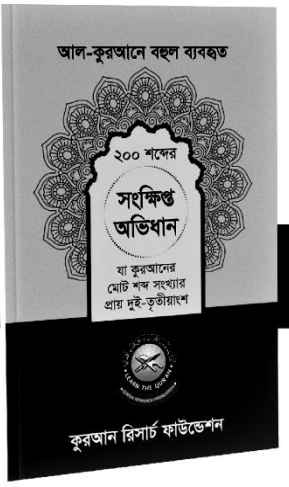

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত

২০০ শব্দের

সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

শুধু বাংলা

সনদ ও মতন সহীহ

হাদীস সংকলন

প্রথম খণ্ড

শুধু বাংলা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

- দুই খণ্ড
- শুধু বাংলা
- পকেট সাইজ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১